বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ৯ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে
বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতির

বাণী

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় বিচার বিভাগের ভূমিকা অপরিসীম। আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান। সংবিধানে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ-আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বিধৃত রয়েছে। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন-এ মহৎ উদ্দেশ্যকে ধারণ করে বিচার বিভাগ এর উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিচার বিভাগের কর্মদক্ষতার উপর একটি দেশের সভ্যতার মানদন্ড নির্ধারিত হয়। অন্যকথায় বলা যায় যে, কোনো দেশের সরকারের কৃতিত্ব পরিমাপ করার সর্বোত্তম মাপকাঠি হচ্ছে তাঁর বিচার বিভাগের দক্ষতা ও যোগ্যতা। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ শত প্রতিকূলতার মাঝেও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে লক্ষ শহীদের রক্ত ও মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পরাধীনতার দুঃসহ গ্লানি থেকে আমরা মুক্ত হয়েছি এবং পেয়েছি বাংলাদেশ নামের একটি স্বাধীন সার্বভৌম ভূ-খন্ড। বাঙালি জাতি বিশ্বের দরবারে এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা, রূপকার এবং স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি একটি অনন্য সংবিধান। আমাদের মূল সংবিধানে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের বিষয়টি স্পষ্ট থাকলেও প্রকৃতপক্ষে পৃথকীকরণের জন্য অতীতে আন্তরিকভাবে উদ্যোগ গৃহীত হয়নি। বরং সামরিক সরকারের অবৈধ হস্তক্ষেপে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা বিভিন্ন সময় লঙ্ঘিত হয়েছে। বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের একটি ঐতিহাসিক রায়ের মাধ্যমে ২০০৭ সালের ১ নভেম্বর নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হয়ে এর যাত্রা শুরু করে। অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ে পৃথকীকৃত বিচার বিভাগ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে। তীব্র অবকাঠামোগত সমস্যা ও নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দ্রুত ও গুণগত বিচার নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার ফলে বিচার বিভাগের উপর জনগণের আস্থা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যের বিষয় দীর্ঘ ০৯ বছর অতিক্রান্ত হলেও

অদ্যাবধি ম্যাজিস্ট্রেসির জন্য পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামোগত স্থাপনা নির্মিত হয়নি। ৪২ টি জেলায় ম্যাজিস্ট্রেসি বিল্ডিং নির্মাণের প্রকল্প গৃহীত হলেও এ পর্যন্ত মাত্র ৪টি জেলায় বিল্ডিং আংশিক হস্তান্তর করা হয়েছে। ৮টি জেলায় ম্যাজিস্ট্রেসি বিল্ডিং নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও তা এখনও ব্যবহার উপযোগী হয়নি। ২১টি জেলায় বিল্ডিং নির্মাণের কাজ ধীর গতিতে চলছে। ৯ টি জেলায় বিল্ডিং নির্মাণ এর কাজ শুরুই হয়নি। অধিকন্তু ২৫টি জেলা জজ আদালতের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজেও উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১৭০ জন বিচারককে এজলাস ভাগাভাগি করে বিচার কাজ পরিচালনা করতে হচ্ছে। এতে বিচারিক কর্মঘন্টার পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হচ্ছে না। যা মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

আমি বিভিন্ন জেলা আদালত পরিদর্শনকালে লক্ষ্য করেছি নির্মাণ কাজে গতি সঞ্চারে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বা বিভাগ কোনো দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আমি প্রত্যেক জেলার জেলা জজ, জেলা প্রশাসক ও নির্বাহী প্রকৌশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করলেও নির্মাণ কাজের আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়নি। কোনো কোনো জেলায় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার, মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের সমন্বয়হীনতার জন্য পাওয়ার হাউজ, সংযোগ সড়ক নির্মিত হয়নি ইত্যাদি অজুহাতে নির্মিত ভবনেও বিচারকার্য পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। প্রাথমিক টেন্ডারে এ সকল বিষয় বিবেচনা না করায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কাজের ব্যয় বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির অজুহাতে সংশোধিত বরাদ্দ চায়। এতে নির্মাণ কাজের গতি ব্যাহত হয়। যা কোনো মতেই কাম্য নয়। সর্বোপরি অবকাঠামোগত অপ্রতুলতা, নির্বাহী বিভাগের আন্তরিক সহযোগিতার অভাবে নিম্ন আদালতের বিচারক নিয়োগ তথা পদায়ন করা যাচ্ছে না। অধিকন্তু, বিচার বিভাগের আধুনিকায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মামলার সংখ্যাও পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও সে তুলনায় আদালত, বিচারক বা আদালতের সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। আবার নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতা সৃষ্টি করে অনেক ক্ষেত্রে সহায়ক কর্মকর্তা-কর্মচারীর শূণ্য পদ পূরণ বিলম্বিত করা হয়। বিচার বিভাগ ডিজিটাইজেশনের পূর্বশর্ত কম্পিউটার ও দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ হলেও অদ্যাবধি দেশের সকল আদালতে কম্পিউটার সরবরাহ বা দ্রুত গতির ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ফলে, কাঙ্খিত সময়ে বিচারপ্রার্থী জনগণকে বিচার প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।

নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বিচারকগণ আন্তরিকভাবে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করায় বিগত বছরগুলোর তুলনায় মামলা নিষ্পত্তির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলাদেশের বিচারকের সংখ্যা অত্যন্ত নগন্য। আমেরিকায় ১০ লক্ষ মানুষের জন্য ১০৭ জন, কানাডায় ৭৫ জন,

ইংল্যান্ডে ৫১ জন, অস্ট্রেলিয়ায় ৪১ জন, ভারতে ১৮ জন বিচারক রয়েছে। অথচ বাংলাদেশে ১০ লক্ষ মানুষের জন্য মাত্র ১০ জন বিচারক রয়েছে।

প্রধান বিচারপতির দায়িত্বভার গ্রহণের পর আমি ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট এবং ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলা আদালত পরিদর্শনকালে জুডিসিয়াল কনফারেন্সে যোগদান করি এবং গঠনমূলক নির্দেশনা প্রদান করি। জুডিসিয়াল কনফারেন্স এবং পুলিশ-ম্যাজিস্ট্রেসী কনফারেন্স নিয়মিত অনুষ্ঠানের বিষয়ে সার্কুলার জারী করি। আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং সুপ্রীম কোর্টের নিরবিচ্ছিন্ন মনিটরিং এবং প্র্যাকটিস ডিরেকশন ইস্যুর ফলে বিচারকদের মধ্যে দ্রুত মামলা নিষ্পত্তির স্পৃহা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় যা পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হবে। পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট হয় যে, বর্তমান বছরে দেশের নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে মামলা নিষ্পত্তির হার বিগত বছরের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্ন আদালতের বিচারকের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ১৬৫৫; এর মধ্যে ৩৮৭ টি পদ শূন্য রয়েছে। অবশিষ্ট ১২৬৮ জন বিচারক দ্বারা ২৭ লক্ষাধিক মামলা নিষ্পত্তি করা অসম্ভব। তাছাড়া প্রতিদিন নতুন মামলা দায়ের হচ্ছে। সংগত কারণে বর্তমানে শূন্য পদে দ্রুত বিচারক নিয়োগ দেওয়া আবশ্যক। বিদ্যমান বিচারক সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করলে মামলা দায়ের এবং নিষ্পত্তির মধ্যে ব্যবধান বহুলাংশে কমে আসবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

২০০৭ সালের ১ নভেম্বরে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসী পৃথকীকরণের পর ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৭ সালে ২ মাসে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৮৩,০৯১ টি এবং ২০০৮ সালে ৪,৪২,৭২৫ টি, ২০০৯ সালে ৪,৬২,২৩৫ টি, ২০১০ সালে ৭,০৯,১১২ টি, ২০১১ সালে ৬,৭১,৬২৮ টি, ২০১২ সালে ৭,২৫,৫২৩ টি, ২০১৩ সালে ৬,৬২,০২২ টি, ২০১৪ সালে ৭,৩৪,৩৫৯ টি, ২০১৫ সালে ৮,৪৭,৩৯৮ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। ২০১৬ সালে এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত ৬,৮২,০৮৫ টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত আরো ২,৫০,০০০ টি মামলা নিষ্পত্তি হবে বলে আশা করছি। তবে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেসীর জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, জনবল ও অন্যান্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেত। এক্ষেত্রে সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের কাঙ্খিত ইতিবাচক পদক্ষেপ আশা করছি।

তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে বিচার বিভাগ ডিজিটাইজড করা ছাড়া মামলাজট কমানো সম্ভব নয়। আমাদের নিজেদের উদ্যোগে আমরা সুপ্রীম কোর্টে অনলাইন কজলিস্ট ও বেইল কনফার্মেশন সফট্ওয়্যার ব্যবস্থা চালু করেছি। সিলেট জেলা জজ আদালতে আংশিকভাবে ডিজিটাল এভিডেন্স রেকর্ডিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। কিন্তু এটা যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন দেশের সকল আদালতে এ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা। আদালতের সমস্ত রেকর্ডপত্র

ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা এবং আদালতের কাজে তা ব্যবহার করা। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম এর সহযোগিতায় জুডিসিয়াল পোর্টাল ও ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতের কার্যক্রম প্রায় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে অধস্তন আদালতের বিচারকদের জন্য একটি ডাটাবেজ ও ছুটি সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য e-Application Software চালু করা হয়েছে। এছাড়াও সুপ্রীম কোর্টের জন্য Strategic Plan, অধস্তন আদালতের মামলার দীর্ঘসূত্রিতা হ্রাস ও মামলা জট নিরসনকল্পে Judicial Policy for Case Management System প্রণয়নের কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। তাছাড়া, উচ্চ আদালত ও অধস্তন আদালতের কার্যক্রম আরো বেগবান করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিধিসমূহ যুগোপযোগী করার কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে রয়েছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এর জন্য সুপ্রীম কোর্টের উদ্যোগে e-Judiciary প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ এবং আইটি বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকবল তথা একটি পূর্ণাঙ্গ আইটি শাখা রয়েছে। কিন্তু প্রকল্পটির দৃশ্যমান অগ্রগতি এখনো পর্যন্ত সাধিত হয়নি। সুপ্রীম কোর্টের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সংগত কারণে e-Judiciary প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের একান্ত সহযোগিতা কাম্য। তাছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে কিছু ঘটনার ফলশ্রুতিতে আসামীদের আদালতে হাজির না করে কারাগারে রেখে সাক্ষ্য গ্রহণের বিষয়টি বিভিন্নভাবে আলোচিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আদালত ও কারাগারের মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধা চালু করা গেলে দুর্ধর্ষ আসামীদের আদালতে হাজির না করেই সাক্ষ্য গ্রহণ সম্ভবপর হবে। অধিকন্তু, ভিডিও কনফারেন্সিং সুবিধার মাধ্যমে আদালতের মূল্যবান সময় ও সরকারের আর্থিক সাশ্রয়সহ সার্বিকভাবে নিরাপত্তা ঝুঁকিও এড়ানো সম্ভব হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপ্রীম কোর্ট থেকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম কে অনুরোধ জনানো হয়েছে। আশা করি, এ বিষয়ে অচিরেই কাঙ্খিত ফলাফল পাওয়া যাবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের অধস্তন সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনালের উপর উক্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। অপরদিকে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ বিচার বিভাগের ধীরগতির অন্যতম কারণ। ১১৬ অনুচ্ছেদের ফলে অধস্তন আদালতের বিচারকদের পদোন্নতি, বদলী এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যক্রম সুপ্রীম কোর্টের পক্ষে এককভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। দ্বৈত শাসনের ফলে বহু জেলায় শূন্য পদে সময়মতো বিচারক নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে বিচারকার্য বিঘ্ন ঘটে এবং বিচার প্রার্থী জনগণের ভোগান্তি বেড়ে যায়। উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রণীত ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদটি পুন:প্রবর্তন হওয়া সময়ের দাবী। যাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে বিচার-কর্মবিভাগে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচারবিভাগীয় দায়িত্বপালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ (কর্মস্থল-নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) ও শৃঙ্খলাবিধান সুপ্রীম কোর্টের উপর ন্যস্ত থাকবে। উক্ত বিধানটি পুন:প্রবর্তন করলে বিচার

বিভাগের স্বাধীনতা আরো সমুন্নত ও সংহত হবে এবং বিচার বিভাগের সার্বিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ হবে।

বাংলাদেশ এখন বিশ্ব অর্থনীতির রোল মডেল যা বিশ্ব ব্যাংক তথা আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক স্বীকৃত। ২০২০ সালের আগেই কাঙ্খিত দুই অঙ্কের জিডিপি প্রবৃদ্ধি পৌছাতে হলে অধিক পরিমাণ বিদেশী বিনিয়োগ প্রয়োজন। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আইনের মাধ্যমে উন্নয়নের নীতি স্বীকৃত এবং গৃহীত হয়েছে। একটি দেশের বিচার বিভাগের দক্ষতা এবং দ্রুত বিচারের উপর ভিত্তি করে বিদেশী বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয়। সর্বোপরি, দেশে আইনের শাসন ও বিচার বিভাগের ওপর আস্থা না থাকলে সামগ্রিক উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হয়। বিদেশী বিনিয়োগকারীগণ বৃহৎ আকারে বিনিয়োগের পূর্বে নিশ্চিত হতে চান যে, বিনিয়োগকালে কোনো বিরোধ দেখা দিলে কত দ্রুত তার প্রতিকার পাবেন। ফলে সর্বোচ্চ সততা, দক্ষতা, দ্রুততা ও নিরপেক্ষতার সাথে বিচার প্রদানে সক্ষম এরূপ বিচার বিভাগ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন বিধায় মামলা নিষ্পত্তির হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমি নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ৯ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে দেশের সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং বিচার বিভাগ সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের নিরন্তর প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই। তবে বিচারকদের মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির পরিমাণের ব্যবধান শূন্যের পর্যায়ে নামিয়ে আনতে হবে। আশা করি তাঁরা সততা, দক্ষতা, দ্রুততা ও নিরপেক্ষতার সাথে বিচারকার্য পরিচালনার মাধ্যমে একটি অধিকতর গতিশীল ও জনবান্ধব এবং জনগণের আস্থাভাজন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখবেন।

বিচার বিভাগের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশিত সহযোগিতায় বিচার বিভাগ অচিরেই এশিয়ার রোল মডেল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

স্বাঃ

(বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা)
বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি।